FEB. 6 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

বেসরকারি শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন

শিক্ষকদের একাংশ আন্দোলনে, অপরাংশ চায় আলোচনার মাধ্যমে আদায় করতে

রাশেদ আহমেদ ঃ বেসরকারি শিক্ষকদের একটি অংশ আবার আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করছে। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে আজ মঙ্গলবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠেয় সমাবেশ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া হবে। শিক্ষক সংগঠনগুলোর অংশ অবশ্য এ মুহূর্তে আন্দোলন করার সাথে দ্বিমত পোষণ করছে।

এদিকে সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ৯০ শতাংশ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও তা বাস্তবায়নের কোন তারিখ ঘোষণা করেনি। তবে আগামী ২/১ মাসের মধ্যে তা বাস্তবায়নের জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। জানা গেছে, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ১০ শতাংশ বর্ধিত বেতন দিতে সরকারের দেড়শ কোটি টাকা অতিরিক্ত দরকার হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ অতিরিক্ত টাকা যোগাড়ের চেষ্টায় আছে। বর্ধিত বেতন ভাতা সম্পর্কিত ফাইলটি এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আটকে আছে। তবে বর্ধিত বেতন যখনই বাস্তবায়ন হোক শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে চুক্তি অনুযায়ী ২০০০ সালের জুলাই থেকে তা কার্যকর হবে বলে মন্ত্রণালয় জানায়।

বেসরকারি শিক্ষকরা বকেয়া টাকা এককালীন পাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের সম্পাদিত চুক্তির সকল শর্ত পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন হবে। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী গত বছর ২৪শে আগস্ট থেকে তৃতীয় বিভাগে পাস করা শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা হচ্ছে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আগের সিদ্ধান্ত ছিল, তৃতীয় বিভাগে পাস করা বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তা ছাড় দিয়ে গত বছর ২৪শে আগস্ট থেকে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের চুক্তির দিন) তৃতীয় বিভাগ পাওয়া শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়।

বেসরকারি শিক্ষকরা বর্তমানে সরকার থেকে মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ ভাতা পাচ্ছেন। এ ভাতা ১শ ভাগ করার দাবিতে গত বছর জুলাই মাসে তারা ধর্মঘট শুরু করেন। পরে গত ২৩ ও ২৪শে আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তাদের মূল বেতনের আরও ১০ ভাগ বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে একটি চুক্তিও সই হয়;

শিক্ষক ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

শিক্ষক ঃ আন্দোলন

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু সরকারের ওই প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়ন হয়নি।

বেসরকারি শিক্ষকদের ৫টি সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নসহ আরও ৬টি দাবি নিয়ে আজ দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ ডেকেছে। এ সংগঠনগুলো হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদারেসিন, অধ্যক্ষ পরিষদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন।

৫টি সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ ব্যানার শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী সেলিম ভুঁইয়া গতকাল সোমবার 'সংবাদ'কে বলেন, সরকার চুক্তি অনুযায়ী এখনও ১০ শতাংশ বর্ধিত বেতন দেয়নি। আমরা যতটুকু শুনেছি, আগামী বাজেটে ওই বর্ধিত অংশ দেয়ার জন্যে বরাদ্দ রাখা হবে। তিনি বলেন, সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের ৯০ শতাংশ না দিয়ে বিভিন্ন রকম শর্তারোপ শুরু করেছে। তৃতীয় বিভাগে পাস করা শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত বাতিল করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের এসব হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নামছি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সমাবেশ থেকে আমরা অবস্থান ধর্মঘট ও আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করব।

বেসরকারি শিক্ষকদের আরেক জোট বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এ মুহূর্তে আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করছে। এ জোটের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, আমরাও বেসরকারি শিক্ষকদের দাবির বাস্তবায়ন চাইছি। তবে দাবি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে মহলবিশেষের হঠকারী কর্মকাণ্ড আমরা সমর্থন করি না। তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের বেশ কয়েকটি দাবি—গত বছরের জুলাই থেকে বকেয়াসহ ১০ শতাংশ বর্ধিত বেতন, ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় বিভাগসহ শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণ, পদোন্নতি ও তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরি বিধি চূড়ান্তকরণ বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে, সে মুহূর্তে মহলবিশেষ হঠকারী কর্মকাণ্ড চালিয়ে তা বিলম্বিত করতে চাইছে। তিনি বলেন, আমরাও আন্দোলন করতে চাই, তবে অবশ্যই তার একটি কৌশল থাকতে হবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি শিক্ষকদের বর্ধিত ১০ শতাংশ বেতন- ভাতা দিতে সরকারের অতিরিক্ত ১শ ৫৩ কোটি টাকা লাগবে। এছাড়া বিভিন্ন স্কেল পরিবর্তনে আরও ৭৯ কোটি টাকা লাগবে। দেশে বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষকসংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। এর মধ্যে ২ লাখ রয়েছে স্কুলের শিক্ষক। কলেজের শিক্ষকসংখ্যা পৌনে ১ লাখ এবং